সমকাল

তারিখ 06 DEC 2015
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

চলন্ত বাসে ছাত্রী লাঞ্ছিত

শাস্তি দিন, পুনরাবৃত্তি ঠেকান

মানিকগঞ্জ থেকে ঢাকাগামী একটি বাসে যাত্রী হিসেবে ওঠা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক নারী শিক্ষার্থী চালকের সহকারীর হাতে লাঞ্ছনার শিকার হওয়ার পর যেভাবে প্রতিবাদী হয়েছেন, যেভাবে অপরাধীর নাম সংগ্রহ করে থানায় গিয়ে অভিযোগ করেছেন– তা এ ধরনের অপরাধ প্রতিরোধে অন্য অনেক নারীকে অনুপ্রাণিত করবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠের ওই শিক্ষার্থী যেভাবে যাত্রীবাহী বাসে প্রকাশ্য দিবালোকে অপমানের শিকার হয়েছেন সেজন্য যেমন আমরা ব্যথিত ও ক্ষুব্ধ; তেমনই তার সাহসিকতাকেও সাধুবাদ জানাতে চাই। শনিবারের সমকালে প্রকাশিত এ-সংক্রান্ত প্রতিবেদনে যথার্থই বলা হয়েছে যে, শ্লীলতাহানি, যৌন হয়রানির ঘটনা প্রায় প্রতিদিনই ঘটছে; কিন্তু রক্ষণশীল ও পুরুষতান্ত্রিক সমাজে লোকলজ্জার কারণে অনেক ঘটনাই থেকে যায় লোকচক্ষুর আড়ালে। ওই শিক্ষার্থী আত্মঘাতী এই প্রবণতা থেকে মুক্ত হয়ে ব্যতিক্রমীভাবে রুখে দাঁড়ানোয় কেবল সংশ্লিষ্ট বাসের অপরাধী নয়, একই ধরনের অন্য অপরাধীদেরও খামোশ করেছেন বলে আমরা মনে করি। এ ক্ষেত্রে পুলিশের ভূমিকাও সন্তোষজনক। আমরা দেখেছি, অঘটনের অভিযোগ পাওয়ার পরপরই তারা সক্রিয় হয়েছেন এবং অপরাধীকে আটক করে আদালতের কাঠগড়ায় নিয়ে গেছেন। আমরা আশা করি, জিজ্ঞাসাবাদ প্রক্রিয়া শেষে এর দ্রুত বিচার হবে এবং ওই অপরাধী তার ঔদ্ধত্য ও অবিমৃষ্যকারিতার উপযুক্ত প্রতিফল পাবে। এ ক্ষেত্রে লাঞ্ছিত শিক্ষার্থীর পরিবার, বন্ধু ও স্বজনদের পাশাপাশি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকেও সর্বোচ্চ মাত্রায় পাশে দাঁড়াতে হবে। যাতে করে আইনের গতানুগতিক ফাঁক ও দীর্ঘসূত্রতার কারণে অপরাধী পার না পায় এবং শিক্ষার্থীর মনোবল অটুট থাকে। একই সঙ্গে জরুরি হচ্ছে, এ ধরনের অপরাধের পুনরাবৃত্তি রোধ করা। এ ক্ষেত্রে ঢাকা-মানিকগঞ্জ রুটকে বিশেষভাবে বিবেচনায় নিতে হবে পুলিশ ও প্রশাসনকে। ওই রুটে এর আগেও এ ধরনের বা এর চেয়ে গুরুতর নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে। বস্তুত উপস্থিত যাত্রীরা প্রতিবাদ না করলে আলোচ্য ক্ষেত্রেও বড় অঘটন ঘটতে পারত। আমাদের মনে আছে, চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে সাভারে চলন্ত বাসে দুই নারীকে ধর্ষণের চেষ্টাকালে তারা লাফিয়ে পড়েন। ২০১৩ সালের জানুয়ারিতে মানিকগঞ্জে চলন্ত বাসে এ ধরনের প্রথম অপরাধের খবরে দেশে তোলপাড় হয়েছিল, কিন্তু পরের মাসেই সাভারে একইভাবে ধর্ষণের কবল থেকে বাঁচতে গিয়ে নিহত হয়েছিলেন এক গৃহবধূ। এই আশঙ্কা অমূলক নয় যে, আগের ঘটনাগুলোর দ্রুত ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না হওয়াতেই দুর্বৃত্তদের দুঃসাহস বেড়েই চলছে। অস্বীকার করা যাবে না যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে ধর্ষক চালক বা সহকারী আটক হয়েছে। কিন্তু দীর্ঘ আইনি প্রক্রিয়ার কারণে মানিকগঞ্জের ঘটনা ছাড়া বাকিগুলোর সঙ্গে জড়িত অপরাধীদের শাস্তি এখনও নিশ্চিত হয়নি। আমরা মনে করি, সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির জন্যও এ ধরনের অপরাধ সতর্কতা সংকেত। আমরা চাই, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী তো বটেই, সরকারের নীতিনির্ধারকদেরও বিষয়টি নিয়ে বিশেষভাবে ভাবতে হবে। জড়িতদের অবিলম্বে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না হলে এ ধরনের অঘটন বাড়বে বলে আমরা আশঙ্কা করি। শুক্রবার যে বাস শ্রমিক শিক্ষার্থীকে অবমাননা করেছে, কেবল তার শাস্তি নয়; আর কেউ যাতে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তির দুঃসাহস না পায়, সেজন্যও তার সর্বোচ্চ শাস্তি প্রয়োজন। নারী নির্যাতনকারীদের শনাক্ত, প্রতিরোধ ও বিচারের দাবিতে বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনকেও অব্যাহতভাবে সোচ্চার থাকতে হবে। পাশাপাশি খোদ বাস শ্রমিকদেরও দায়িত্ব হচ্ছে, কতিপয় কুলাঙ্গারের জন্য গোটা পেশাজীবীর বদনাম হতে না দেওয়া।